শিষ্যত্বের বিকাশ

আত্মিক নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ
নেতার নির্দেশিকা

পালকীয় কাজে মৌলিক বিষয়গুলি

পাঠ ৫: শিশু এবং যুবকদের কাছে পরিচর্যা

ভূমিকা

এই পাঠটি শিষ্যত্বের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয়গুলির একটি যার শিরোনাম পালকীয় কাজে মৌলিক বিষয়গুলি। এই মড্যুউলটি যে সমস্ত নেতা প্রশিক্ষণ পাননি তাদের পক্ষে সহায়ক হবে; বিশেষ করে তাদের কাছে যারা পালক হিসাবে গীর্জায় কাজ করছেন অথবা যারা পালকের সন্ধানে রয়েছেন এবং যারা পালকীয় ভূমিকার অনুবর্তী হচ্ছেন কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ এখানে করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন বয়সের মানুষের কাছে পরিচর্যা এবং সেইসাথে মন্ডলীর বৃদ্ধি নিয়ে বিবেচনা।

আকাঙ্ক্ষিত শ্রোতাবর্গ

এই পাঠের জন্য আকাঙ্ক্ষিত শ্রোতাবর্গ খ্রীষ্টিয়ানদের বোঝানো হয়েছে যারা তাদের বিশ্বাসে পরিপক্ক হয়ে উঠছে এবং ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য ইচ্ছুক। এই পাঠ অবশ্যই মন্ডলীর নেতৃবর্গেরও সাহায্যে আসবে, বিশেষ করে যারা মানুষকে খ্রীষ্টিয় সেবায় উৎসাহিত করতে ইচ্ছা করেন এবং যাদের তারা শিষ্য করে তুলছেন তাদের মধ্যে আত্মিক দানগুলি সনাক্ত করে থাকেন।

নেতৃবর্গের জন্য এই পথপ্রদর্শকটি তৈরী করা হয়েছে যাতে তা আপনাকে নেতা হিসাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। পাঠের যে সীমারেখা তা শিষ্যত্বের জন্য অন্যান্য যে পাঠগুলি রয়েছে তার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেগুলি আপনি নিম্নে প্রদত্ত এই ওয়েব সাইটে পাবেন www.debengali.org.

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing

পালকীয় কাজে মৌলিক বিষয়গুলি

পাঠ ৫: শিশু এবং যুবকদের কাছে পরিচর্যা

উদ্দেশ্য

বাইবেল এই পাঠটি বিশেষ করে শিশুদের এবং যুবকদের কাছে পরিচর্যা কাজের গুরুত্ব তুলে ধরেছে এবং যুবকদের কাছে তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাইবেলভিত্তিক দিকটি খতিয়ে দেখেছে।

নেতার নির্দেশিকা

মন্ডলী কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নয়। প্রতিটি স্বাস্থ্যবান মন্ডলীতে সব বয়সের মানুষ থাকে তথাপি সব বয়সের মানুষের প্রতি সমানভাবে নজর দেওয়া হয় না। যুবকরা প্রায়শই মন্ডলী পরিত্যাগ করে যখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য করে কিন্তু মন্ডলীর এই বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ। এই পাঠটিতে যুবকদের ও আমাদের মন্ডলীতে নানা রকম বিনোদনের ব্যবস্থা করে বা জগতের সাথে প্রতিযোগিতা ধরে রাখার জন্য বলা হয়নি বরং তা শিশুদের এবং যুবকদের কেবলমাত্র তাদের আগামী দিনের মন্ডলী হয়ে ওঠার কথা নয় কিন্তু বর্তমান মন্ডলীতে একটি অর্থবহ অংশ হয়ে ওঠার কথা বলেছে। অনেক মন্ডলী নিজেদের শিশুদের শিষ্যত্বে আনার জন্য পিতামাতাদের সাহায্য করে থাকে এবং যখন তারা শিশুদের কাছে সুসমাচার প্রচারের কাজে নিযুক্ত করে তখন মহা ফল দেখতে পায়। এই পাঠটি শিক্ষা দেওয়ার সময় আপনি স্থানীয় মন্ডলীর নেতাদের আহ্বান করতে পারেন যারা শিশুদের কাছে বা যুবকদের কাছে পরিচর্যা কাজ কৃতকার্যরূপে করেছে এবং তারা যে কাজ করেছে সেই সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য রাখতে বলতে পারেন। এই পাঠে যে অংশে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তা যথেষ্ট সাহায্যে আসতে পারে।

ভূমিকা

শ্রোতাদের প্রশ্ন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে দু'তিনটি বেছে নিন।

- শৈশবকালে প্রাপ্তবয়স্ক কোন্ ব্যক্তিগণ আপনার জীবনে প্রভাব ফেলেছিল? আপনার যৌবনের অনুরূপে কোন্ ব্যক্তিরা প্রভাব বিস্তার করেছে?
- আপনি যদি শৈশবেই খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে এসে থাকেন তবে প্রশ্ন হল আপনাকে ঈশ্বরের বিষয়ে কে শিক্ষা দিয়েছিল? আপনার কাছে আত্মিক যে তথ্য রয়েছে তা জানতে মন্ডলী কি ভূমিকা পালন করেছে?
- আপনার সংস্কৃতিতে শিশুদের কি চোখে দেখা হয়? তাদের কি উপেক্ষা করা হয়? তাদের কি সম্মান করা হয়? তারা বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে কি হয়ে উঠবে তার জন্য কি তাদের ভালবাসা হয়?
- আপনার মন্ডলীতে কোন্ ধরনের পরিচর্যা কাজে সবচেয়ে বেশী শক্তি ব্যয় করা হয়? কোন বিশেষ বয়সের ব্যক্তিবর্গের প্রতি নাকি কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নাকি জীবনের সর্ব অবস্থার মানুষের প্রতি এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি পরিচর্যার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়?
- আপনি যদি কোন শিশুকে বা কোন যুবককে এই বিষয়টি জানতে সাহায্য করতে চান যে, ঈশ্বর তাদের কত ভালবাসেন এবং তারা তাঁর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ তবে আপনি কি করবেন বা কি করবেন না? আপনি কিভাবে এই সত্য তাদের কাছ তুলে ধরবেন?

অধ্যয়ন

অনুবর্তী বিষয়গুলিতে দলটিকে নির্দেশিত করুন।

শিক্ষাঃ

- **শিশুদের পরিচর্যা করা বলতে কি বোঝায়?** আমাদের মন্ডলীগুলি প্রায়শই আমাদের চারপাশের যে সংস্কৃতি তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, তার কিছুটা প্রতিফলিত করে। পৃথিবীর বহু অংশে শিশুদের সবচেয়ে মূল্যহীন এবং নগণ্য বলে মনে করা হয়। আবার অন্য কিছু দেশে শিশুদের সম্মান দেওয়া হয় এবং সমাজ তাদের চাহিদা পূরণের জন্য নিজেদের জীবন সেইভাবে ঘোরাতে থাকে। এই দু'টি চূড়ান্ত দিকের কোনটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিফলিত করে না।

  - **শিশুদের পরিচর্যার জন্য হৃদয়ঃ** সাধারণভাবেই শিশুদের বিষয়টি প্রচুর রূপে ঈশ্বরের কাছে রাখুন, কেবল যে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাঁকে ভালবাসবে এবং তাঁর সেবা করবে বলে নয় কিন্তু বর্তমানে তারা যে বিশেষ জন সেই কারণে তারা তাঁর মূল্যবান সৃষ্টি। ঈশ্বরের কাছে শিশুদের মূল্যবান স্থান রয়েছে তাই আমাদের কাছেও তারা যেন সেই স্থান পায়। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রতিটি শিশু মূল্যবান। মন্ডলীর বিভিন্ন কর্মকান্ড যা সুসমাচার শ্রবণ করা, বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়া এবং সদস্যদের অভ্যর্থনা জানায় তাদের কাছে শিশুদের পরিচর্যা করার বিষয়টি একটি মুখ্য বিষয়।

  - **শিশুদের পরিচর্যার স্থানঃ** যেখানে পিতামাতার উপরে শিশুদের শিষ্যত্বে আনার বিষয়ে প্রাথমিক গুরু দায়িত্ব বর্তায় সেখানে মন্ডলীর যা করা কর্তব্যঃ

    - পিতামাতাকে সাহায্য করা এবং তাদের শিষ্যত্বে আনার এই কাজে উৎসাহিত করা।
    - শিশুদের মন্ডলীতে আরাধনা করা এবং সেবা করার সুযোগ করে দেওয়া।
    - সেই সমস্ত শিশুদের শিষ্যত্বে আনা যাদের উপরে সেই রকম কোন খ্রীষ্টিয় প্রভাব নেই।
    - সেই সমস্ত শিশুদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা যায় এখনও ঈশ্বরকে জানে না।

  - **শিশুদের কাছে পরিচর্যা কাজের ক্ষমতাঃ** শিশুদের কাছে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বে আনয়নের কাজ তাদের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। মন্ডলীর ভবিষ্যৎ এবং স্বাস্থ্য আমাদের শিশুরা বিশ্বাস কিরূপে ধরে রেখেছে তার উপর নির্ভর করে। শিশুদের নিয়ে কাজ করলে আমরা ভবিষ্যৎ মন্ডলীর রূপ দিতে শুরু করি। আমরা যখন শিশুদের দেখাই যে, তারা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তখন তারাও বুঝতে পারবে তারা ঈশ্বরের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ।

  - **শিশুদের পরিচর্যা কাজের গুরুত্বঃ** ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দান করে যে, শিশুরা গুরুত্বপূর্ণ। যীশু শিশুদের প্রতি প্রেম দেখিয়ে সেই আদর্শটি দেখিয়েছেন। একবার যখন তাঁর শিষ্যেরা শিশুদের ঠেলে দূর করে দিতে চেয়েছিল সেই সময় যীশু তাদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের সাথে সময় কাটিয়েছিলেন এবং শিষ্যদের ভর্ৎসনা করেছিলেন।

    - যীশু বলেছিলেন, *''শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও, বারণ করিও না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই''* (মার্ক ১০:১৩-১৬ পদ)।
    - যীশু বলেছিলেন এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ করিও না (মথি ১৮:১০ পদ)।
    - যীশু বলেছিলেন শিশুরা আমাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ (মথি ১৮:৩ পদ)।
    - শিশুদের বিঘ্ন জন্মানো বা পাপ করানো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করার সমান (লুক ১৭:২ পদ)।
    - ঈশ্বর শিশুদের এবং দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হতে প্রশংসা করার বিষয়টি মনোনীত করেছেন (মথি ২১:১৬ পদ)।

- **শিশুদের পরিচর্যা করার প্রশ্ন কেন আসেঃ** যখন মন্ডলী সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বের আনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে তখন তারা শিশুদের দিকে নজর দিতে ভুলবে না। শিশুদের কাছে পরিচর্যা করার কাজটি আর একটি অনুষ্ঠানের সংযোজন বা রবিবারের উপাসনার সময় শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য আর একটি ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার থেকেও বেশী কিছু।

  - **শিশুরাও পাপী এবং তাদেরও সুসমাচার প্রয়োজন রয়েছেঃ** শিশুদের দেখতে হয়ত নিরীহ এবং সুন্দর লাগে কিন্তু তাদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি নয় বরং নিজেদের প্রতি নিবদ্ধ আর তাই প্রাপ্তবয়স্কদের মতই তাদেরও সুসমাচার শোনার প্রয়োজন রয়েছে। (রোমীয় ৩:২৩ পদ)।

  - **শিশুরা সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেয়ঃ** পৃথিবীব্যাপী গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে, মানুষ সাধারণত ৪-১৩ বছর বয়সের মধ্যে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেয়। চাইল্ড ইভ্যানজেলিস্‌ম ফেলোশিপের মতে ২০টি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে ১৯জনকে দেখা গিয়েছে ২৫ বছর বয়সের পূর্বে সুসমাচার গ্রহণ করতে। বার্না গবেষক দল দেখেছেন এদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সের পরে কেবলমাত্র ৬ শতাংশ বিশ্বাসে এসেছে।

  - **শিশুরা অনুতাপ করতে এবং বিশ্বাস করতে সক্ষমঃ** যীশু জীবন্ত বিশ্বাসের উদাহরণ দিতে শিশুদের উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন; তিনি জানতেন যে, তারা সুসমাচারের প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম। এমনকি শৈশব হতেই শিশুরা তাদের বিশ্বাসের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে এবং অনুতাপ করতে পারে। তারা এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে তাদের যে সাহায্যের প্রয়োজন এবং পরিত্রাণ গ্রহণ করতে বেশী সক্ষম। ঈশ্বরে নির্ভর করার জন্য তাদের বিশ্বাসের সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন পড়ে না।

  - **শিশুদের নৈতিক দিক থেকে পরিচালনা লাভের প্রয়োজন হয়ঃ** মনোস্তাত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায় একটি শিশুর নৈতিক বিকাশ ৯ বছর সম্পূর্ণ করার আগেই ঘটে থাকে। কোন্‌টি ভাল এবং মন্দ সেই সাথে তাদের ধার্মিক হওয়ার ও বাধ্য হওয়ার জন্য যে ইচ্ছা তা শৈশবেই ঘটে। আমরা যখন তাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং ঈশ্‌বর প্রেম শিক্ষা দিই তখন তারা এমনভাবে জীবনযাপন করতে পারে যা ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

  - **শিশুদের সামনে তাদের জীবন পড়ে আছেঃ** এমনকি শিশুরা সুসমাচার প্রচার করতে এবং ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করতে পারে। যখন তারা অল্প বয়সে বিশ্বাস আসে তখন অনেক বছর পড়ে থাকে যখন তারা ঈশ্বরের সেবা করতে পারে। কেবলমাত্র ধন সংগ্রহ না করে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তারা তাদের জীবন খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কাজে নিয়োগ করবে।

  - **শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে অনন্য প্রয়োজন রয়েছেঃ** যদি শিশুরা প্রকৃত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ না করে অথবা যদি মনে করে মন্ডলী কেবলই একটি স্থান মাত্র তাহলে তারা বিশ্বাস পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের শিষ্যত্বে আনা হয় তা শিশুদের জন্য উত্তম নয়। এর অবশ্য এই নয় যে, সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের হতে দূরে রাখতে হবে কিন্তু বিশেষ করে আমাদের পরিচর্যার কিছু কাজে শিশুদের দিকে নজর দিলে তাতে লাভ আছে। এটি অনেকটা মহিলাদের জন্য বাইবেল অধ্যয়নের ক্লাস অথবা কেবল পুরুষদের জন্য প্রার্থনার সময় দেওয়ার অনুরূপ হতে পারে।
  - **শিশুদের মন এবং হৃদয় জগতের লক্ষ্যবস্তুঃ** জগৎ শিশুদের মন পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। এর প্রভাব শিশু বেড়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। যখন ছোট শিশুরা স্কুলে যায় তখন তারা চিন্তা করতে, লিখতে ও পড়তে শেখে। বিজ্ঞাপন দাতারা শিশুদের মন কাড়ার জন্য মর্মস্পর্শী সমস্ত

মোড়ক তৈরী করে। লোভ, ক্ষমতা এবং অভিলাষ যুব মনে প্রবেশ করে। আমাদের প্রার্থনা করা উচিৎ যেন আমাদের শিশুদের মন এইসব বিষয় হতে সুরক্ষিত থাকে এবং জগৎ তাদেরকে অধিকার করার আগেই যেন তারা যীশুকে অনুসরণ করার জন্য মনস্থ করে।

- **শিশুরাই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মন্ডলীঃ** শিশু এবং কিশোরদের প্রতি পরিচর্যার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা কেবলমাত্র ভবিষ্যতের মন্ডলী নয় কিন্তু বর্তমান মন্ডলীও বটে। যদি তারা বিশ্বাস স্বীকার করে থাকে এবং ঈশ্বরের হয়ে ওঠে তবে তারা বর্তমানে তাঁর রাজ্যের নাগরিক এবং তারা প্রাপ্তবয়স্কদের মতই আরাধান, সেবা, শিক্ষা এবং প্রেম করতে পারে। এরই সাথে বলা ভাল যে, তারা আমাদের মন্ডলীর ভবিষ্যতের নেতা। আমরা যখন তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করি তখন আসলে আমরা ঈশ্বরের ভাবী রাজ্যের উপরেও তা করি।

- **শিশু এবং যুবকদের অনন্য প্রয়োজনগুলিঃ** মন্ডলীতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান, আরাধনা এবং কর্মকান্ডগুলি শিশু এবং যুবকদের কেন্দ্র করে হয় তাতে অবশ্যই এই বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, এই বয়সের জন্য শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের প্রয়োজনগুলি অন্য প্রকারের। শিশু এবং যুবকদের যা প্রয়োজনঃ

  - **সত্যঃ** যীশুই পথ, সত্য এবং জীবন (যোহন ১৪:৬ পদ)। শিশুদের যীশুকে প্রয়োজন, তাদের এই বিশ্বাসের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার এবং ঈশ্বরের বাক্যে শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্করা যখন শিক্ষা করছে তখন তাদের অন্য ঘরে অন্য বিষয়ে ব্যস্ত রাখলে চলবে না।

  - **মজাঃ** অল্প বয়স্কেরা মজা করতে ভালবাসে যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিশুদের নিয়ে হয় তাতে যেন আনন্দ করার বিষয় থাকে এবং তারা যেন তাতে হাসতে পারে, খেলতে পারে, অবাক হতে এবং আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে যেন তা জীবন্ত হয় এবং তা কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শন না করে শিশুদের ব্যস্ত রাখে। খেলা, নাটক, গল্প বলে ব্যস্ত রাখা, ছবি দেখানো, পরিচ্ছদ, পুতুল নাচ এবং চিত্র প্রদর্শনী এইসব প্রায়শই শিশুদের পরিচর্যা কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

  - **শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ বাতাবরণঃ** মৌখিকভাবে যারা শিক্ষা করে অথবা যারা শিক্ষার দিক থেকে নিম্ন স্তরের সেই ধরনের শিশুরা পড়ার চেয়ে শুনতে এবং কোন তথ্য দেখতে বেশী ভালবাসে। এর জন্য সরল ভাষার এবং স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। কোন অঙ্গভঙ্গি বা স্পর্শজনিত বিষয়ের মাধ্যমেও তারা সাড়া দিতে সক্ষম। কোন কাহিনী বলার পর সেটা নিয়ে যদি কোন ছবি আঁকতে বলা হয় বা অন্যদের সাথে সেই কাহিনীটি অভিনয় করে দেখাতে বলা হয় বা খেলনা অথবা অন্যান্য বিষয় ব্যবহার করে তারা যা শিক্ষা করেছে তা যদি দেখা হয় বা এমন খেলা যার মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে হয় এবং সেই রকম বাতাবরণ তৈরী করা যায় যা তাদের সামনে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তবে তার দ্বারা শিশুরা উপকৃত হতে পারে এবং যুবকেরা শিক্ষা এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে শেখে।

  - **প্রত্যক্ষ প্রয়োগঃ** যেহেতু কোন শিশুর বুদ্ধি এবং সাক্ষরতা বিকাশ লাভের স্তরে রয়েছে তাই আমাদের উচিৎ হবে তারা যা শিক্ষা করল তার সরাসরি প্রয়োগ করাটা। শিশুরা এবং যুবকেরা দীর্ঘ মেয়াদী ভাবনা ভাবে না কিন্তু তাদের জীবনে মুহূর্ত মধ্যে বাস করে। তাদের ক্ষেত্রে কোন কাহিনীর পাঠ বা চিন্তাধারা সনাক্ত করে তা নতুনভাবে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন পড়ে।
  - **যোগাযোগঃ** প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে সম্ভবত শিশু এবং যুবকদের সংযোগ এবং একাত্মতার বেশী প্রয়োজন হয়। তারা তাদের নেতাদের বেশ ভালভাবেই সনাক্ত করে এবং তাদের সান্নিধ্যে থাকতে ইচ্ছা করে। শিশুদের জন্য যে অনুষ্ঠান তাতে যেন উত্তম ভূমিকা রয়েছে এমন

মড্যুউলের এবং খেলাধূলার সুযোগ থাকা উচিৎ যাতে তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

- **নিরাপত্তাঃ** শিশুরা নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ আর তাই তাদের নতুন কোন পরিবেশ ভয়ানক মনে হতে পারে। শিশুদের মধ্যে এই বোধ নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা নিরাপদ স্থানে এবং নিরাপদ ব্যক্তির সাথে রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক নেতাদের শিশু এবং যুবকদের সম্পর্কে সর্ব সময়ে সবচেয়ে বেশী মনোযোগী হতে হবে। কর্মভার যে নেতার উপর অর্পণ করা হয়েছে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন তারা শিশু বা যুবকদের ক্ষতি করার কোনভাবে কোন সুযোগ না পায়।

- **স্বীকৃতিঃ** শিশুরা গভীরভাবে চায় যেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং যুবকেরা একাত্ম হতে এবং স্বীকৃতি পেতে ইচ্ছা করে। উভয়কেই ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে যারা তাদের সম্প্রদায়ে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের যে বরদান করেছেন যখন আমরা সেগুলি স্বীকার করে তাদের সেগুলি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করি তখন মন্ডলী শিশুদের শিষ্যত্বে আনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র সমাজ সেই বরদানগুলি দ্বারা উপকৃত হয়।

- **স্বাস্থ্যকর শিশু পরিচর্যাঃ** অনেক পদ্ধতি রয়েছে যেভাব মন্ডলী শিশুদের এবং যুবকদের পরিচর্যা করবে বলে মনোনীত করতে পারে যেমন প্রতিটি মন্ডলী বিভিন্ন তালন্ত দান করা হয় এবং তারা বিভিন্নভাবে তা ব্যবহার করতে পারে। শিশুদের পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই কিছু ব্যর্থতা আসে যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হয়ে সেগুলি এড়িয়ে চলা উচিৎঃ

স্বাস্থ্যকর শিশু পরিচর্যা	অস্বাস্থ্যকর শিশু পরিচর্যা
মূল্যায়ণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতৃবর্গ	**দক্ষ নয় এমন ব্যক্তি শিশুদের পরিচালনা দান করে**
যখন আমরা শিশুদের প্রতি পরিচর্যা কাজের বিষয়টিকে মূল্য দেব তখন আমরা যারা মন্ডলীতে তাদের সেবা করে তাদেরও মূল্য দিতে শিখব। আমাদের উচিৎ হবে এই রূপ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেওয়া।	যারা শিশুদের পরিচালনা দান করার জন্য বরদান লাভ করেনি তাদের এই কাজে পাঠালে তা সর্বনাশা হবে। শিশুদের পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞদের ও যারা বিশ্বাসে বা চরিত্রে দুর্বল তাদের পাঠালে চলবে না।
অর্থবহ আরাধনা প্রদান করে	**কেবলমাত্র মজার দিকটা দেখে**
শিশুদের আরাধনায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ও যথাযথ বয়সের ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি অর্থবহ বিষয় শিক্ষা করতে সুযোগ দিন। এই বিষয়টি স্বীকার করুন যে, শিশুদেরও যথেষ্ট বিশ্বাস থাকে এবং তারা প্রকৃতরূপে আরাধনা করতে পারে।	এক্ষেত্রে শিশুদের অনুষ্ঠানগুলি শুধু যদি মজা করার জন্য হয় এবং সেখানে ঈশ্বরের সত্য সম্বন্ধে সামান্যই শিক্ষা দেওয়া হয়। তারা এই মিথ্যায় বিশ্বাস করে যে, ছোট অবস্থায় শিশুরা ঈশ্বরের বিষয় বুঝতে পারে না আর তাই তাদের গীর্জায় আসার জন্য আকর্ষণ করতে অন্য পন্থা ব্যবহার করতে হবে।
পিতামাতাদের সাহায্য করে	**পিতামাতাদের আত্মিক দায়িত্ব গ্রহণ করে**
মন্ডলী আশা করে যে, পিতামাতা প্রাথমিকভাবে শিশুদের জীবনের উপর আত্মিক প্রভাব ফেলবেন এবং সেইভাবে তাদের সজ্জিত করে। আর সেই কারণে তা পিতামাতাদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে থাকে। সেইসব গৃহে কোনরূপ খ্রীষ্টিয় ভাবধারা নেই সেখানে মন্ডলী দায়িত্ব	পিতামাতারা এই বিশ্বাস করে যে, মন্ডলী সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বে আনার বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং শিশুদের খ্রীষ্টিয় শিক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মন্ডলীর উপরে ছেড়ে দেয়। গৃহে কদাচিৎ ঈশ্বরের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। মন্ডলীতে শিশুদের এবং যুবকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক অনুষ্ঠান থাকে।

নিয়ে শিশুদের শিষ্যত্বে নিয়ে আসে।	
ভিন্ন বয়সের মানুষদের একসাথে আরাধনা করতে উৎসাহিত করে	**সর্বসময় ভিন্ন মানুষদের মন্ডলীতে পৃথক করে রাখে**
প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের আরাধনা করার অনুমতি দেয় এবং সব বয়সের ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ, আরাধনা এবং শিক্ষা করার সুযোগ করে দেয়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরামর্শ দানের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলা অথবা বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষদের একসাথে কোন বিষয়ে সক্রিয় করে তোলার মাধ্যমে একটি মন্ডলী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।	পিতামাতা এবং শিশুদের সব সময় পৃথক ক্লাসে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুরা কখনও তাদের পিতামাতা কিভাবে আরাধনা করে তা দেখার সুযোগ পায় না। যুবক, পৌঢ় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের কখনও একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা করার সুযোগ আসে না।
শিশুরা মন্ডলীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে	**শিশুদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে যাতে প্রাপ্তবয়স্করা আরাধনা করতে পারে**
শিশুদের অর্থবহভাবে মন্ডলীকে সেবা করার জন্য এবং মন্ডলী যা করে তাতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। তাদের আরাধনাতে অভ্যর্থনা জানান হয় এবং বিশেষ কাজ যেমন কোন গানের দলে গান করা বা চেয়ার ঠিক করা বা যে সমস্ত শিশু প্রথমবারের মত যোগদান করছে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর কাজ দেওয়া হয়।	শিশুদের অবশ্যই পিতামাতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে চুপ করিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে যাতে প্রাপ্তবয়স্ক মন্ডলীর প্রকৃত কাজ করতে পারে এই মনোভাব অস্বাস্থ্যকর। শিশুদের প্রতি পরিচর্যার কাজ কেবল শিশুদের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা নয়। শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান থাকে তারা যেন আত্মিকভাবে উপকৃত হয়।
সম্পূর্ণ সুসমাচার সব বয়সের কাছে প্রচার করা হয়	**শিশুদের কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে বলা হয়**
শিশুদেরও যে সুসমাচার শ্রবণ করার প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়টি বুঝে সুসমাচারের সমগ্র বার্তাই তাদের কাছে প্রচার করা হয় এবং সেই সাথে বয়স উপযোগী মতবাদগুলি, বাইবেলের কাহিনীগুলি এবং শিশুদের কিভাবে খ্রীষ্টিয় জীবনযাপন করতে হবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল সত্য তাদের কাছে গোপন করে রাখা হয় না বরং এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তারা তা বুঝতে পারে।	শিশুরা সুসমাচার বুঝতে পারবে না অথবা পাপের কথা বললে তারা ভয় পাবে এবং সেক্ষেত্রে কেবল ঈশ্বরের প্রেমের বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া অথবা কেবল কিছু গল্প, নীতি শিক্ষা করার জন্য বলা ভুল হবে। এইভাবে শিক্ষা দিলে যুবকেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা লাভ করবে।

- **শিশুদের কাছে সুসমাচার প্রচার এবং তাদের শিষ্যত্বে আনার কৌশলঃ** যখন কোন মন্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা শিশুদের বা যুবকদের কাছে পরিচর্যা করার বিষয়ে গুরুত্ব দেবে তখন তারা নিজেদের সমাজের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রসারিত করে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের তাদের শিশুদের মাধ্যমে যুক্ত করে এবং সেইভাবে ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করে। এই ধরনের পরিচর্যা কাজের জন্য বিশেষ কৌশল প্রয়োজন হয় কিন্তু সমাজের প্রয়োজনের উপর নির্ভর এবং যারা মন্ডলীতে সেবা কাজ করছে তাদের বরদানের উপর নির্ভর করে এগুলি ভিন্ন প্রকারের হতে পারে।
  - **বরদান রয়েছে এমন ব্যক্তির ব্যবহারঃ** শিশুদের ক্ষেত্রে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বে আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে মন্ডলীর এমন নেতৃবর্গ যাদের তালন্ত রয়েছে তাদের শিশুদের পরিচর্যা কাজে অংশগ্রহণ করা উচিৎ হবে। এই ধরনের পরিচর্যা কাজের জন্য যথেষ্ট যত্নের সাথে নেতা এবং স্বেচ্ছাসেবক মনোনয়ন করতে হবে। শিশু এবং যুবকদের কাছে পরিচর্যা করার জন্য আদর্শ নেতার নিম্নোক্ত গুণগুলি প্রয়োজনঃ

    - ঈশ্বর প্রেমী।
    - নিজের লোকদের প্রেম করবে।
    - অনুকম্পাশীল হবে।
    - উত্তম রূপে যোগাযোগ করতে পারবে।
    - সৃজনশীল হবে।
    - ধৈর্য্য ধরবে।
    - অল্পবয়স্করা তাদের বেশ পছন্দ করবে।

- **এমন স্থান প্রস্তুত করুন যেন অল্পবয়স্কদের অভ্যর্থনা জানাতে পারেনঃ** এমন স্থান যেখানে শিশুদের অভ্যর্থনা জানান হয় তা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ক্লাসঘর হতে নিশ্চয় আলাদা দেখতে হবে । এমন জায়গার কথা বিবেচনা করুন যেখানে যুবকেরা একত্রে বসতে পারবে এবং খেলাধূলা করতে পারবে এবং যেখানে শিশুরা খেলতে পারবে । আপনি যদি শিশুদের এবং যুবকদের পরিচর্যা করার জন্য যথেষ্ট স্থান নিরূপণ করতে পারেন তবে তারা সেখানে ঘরে থাকার মত স্বাভাবিক বোধ করবে ।

- **রবিবার ছাড়া অন্য দিনের কথা ভাবুনঃ** যেখানে রবিবার সকালে সকলে আরাধনা করার জন্য গীর্জায় একত্রিত হয় সেখানে শিশুদের পরিচর্যা কাজটি সারা সপ্তাহ ধরে চলতে পারে! সপ্তাহের মাঝে ক্লাব বা স্কুলের ছুটির সময় শিবিরের কথা চিন্তা করতে পারেন ঘটনা বা উপস্থাপনা যা সমাজে এবং মন্ডলীতে চলে স্কুলে বাইবেল ক্লাব অথবা গীর্জায় সদস্যদের ঘরে পরিচর্যা কাজ! চিন্তা করুন শিশুরা যেখানে আছে সেখানে তাদের কাছে আপনি কিভাবে পৌঁছাতে পারেন ।

- **আপনার সমাজের সেবা করুনঃ** শিশুদের, যুবকদের এবং আপনার সমাজের পরিবারগুলির প্রয়োজনগুলি দেখুন । আপনার মন্ডলী কিভাবে শিশুদের কাছে ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করতে পারে? কিভাবে আপনি পরিবারগুলিতে প্রদর্শন করতে পারেন যে, মন্ডলীর অংশ হলে কিভাবে তারা উপকৃত হবে?

কাজঃ

অংশগ্রহণকারীদের ৫-৭টি দলে ভাগ করুন । প্রতিটি দলকে দু'টি কেস স্টাডি করতে দিন যেগুলি পাঠের শেষে দেওয়া হয়েছে, দেখবেন যেন প্রতিটি কেস নিয়ে আলোচনা করা হয় । যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে নিজের কেস স্টাডি করার জন্য এর মধ্যে দিতে পারেন । প্রতিটি দল যেন নিম্নে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর করে ।

এই মন্ডলী কি রূপে কার্যকরীভাবে শিশুদের এবং যুবকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করে এবং তাদের শিষ্যত্বে আনে?

কি রূপে এই মন্ডলী শিশুদের শিষ্যত্বে আনতে পিতামাতাদের সাহায্য করে থাকে অথবা যাদের মধ্যে কোন রকম খ্রীষ্টিয় প্রভাব নেই তাদের শিষ্যত্বে আনার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক নেতাদের কি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে?

মন্ডলী কিভাবে শিশুদের ভবিষ্যতের নেতা হওয়ার জন্য সজ্জিত করে তোলে এবং বর্তমানে তাদের বরদানগুলি ব্যবহার করতে সাহায্য করে?

কিভাবে শিশুদের পরিচর্যা করার মাধ্যমে মন্ডলী সমৃদ্ধ হচ্ছে অথবা সুসমাচার প্রচারের কাজ সমাজের কাছে প্রসারিত করছে?

ক্লাসকে জিজ্ঞাসা করুন শিশুদের এবং যুবকদের কাছে কার্যকরী পরিচর্যা সম্বন্ধে তারা কি আবিষ্কার করেছে । আপনি তাদের সাথে অন্য চিন্তাগুলি আলোচনা করতে পারেন যেগুলি সমাজের ক্ষেত্রে ভালভাবে কাজ করতে পারে ।

শিক্ষাঃ

- **সংক্ষেপেঃ** সুসমাচার নিয়ে শিশুদের কাছে নানাভাবে পৌঁছান যেতে পারে । সুসমাচার যখন যত্নসহকারে উপস্থাপন করা হয় যাতে তারা তা বুঝতে পারে তখন তারা শৈশবেও যীশুর প্রতি তাদের যে

বিশ্বাস তা ব্যক্ত করতে পারে। সুসমাচার প্রচার কতখানি সার্থক হল তা শিশুর মত শ্রোতাদের পরিবর্তন হতে বোঝা যাবে এবং এই সঙ্কীর্ণ দরজা হয়ত কোন ব্যক্তির জীবনে যীশুর প্রতি জীবন সমর্পণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। শিশু এবং যুবকদের প্রতি পরিচর্যা কাজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করাটা আপনার মন্ডলীর কৌশল হতে পারে যাতে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি লাভ করে এবং তিনি যে মহান তা প্রকাশ পায়।

আলোচনা

- আপনার সমাজের কোন দলের মানুষের কাছে মন্ডলী সবচেয়ে কম পৌঁছায় এবং কাদের আত্মিক নেতাদের মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন? (বয়স্ক মানুষ, বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষ, মহিলা, ছাত্র অথবা শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে যারা পিছিয়ে পড়া তাদের কথা চিন্তা করতে পারেন।)

- আপনি কি আগে কখনও শিশুদের কাছে বা যুবকদের কাছে পরিচর্যা কাজ করেছেন? কোন্ বিষয়টি ঠিক করা হয়েছিল? কোন্ বিষয়টির উন্নতি ঘটান যেত?

- আপনি প্রথম কখন যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? বিশ্বাস ব্যক্ত করার পূর্বে কোন শিশুর কি জানা অবশ্য প্রয়োজন?

- যুবকরা যে মন্ডলী ছেড়ে চলে যায় তার পেছনে কোন্ কারণগুলি থাকতে পারে? মন্ডলী কিভাবে অল্পবয়স্কদের ঠেকিয়ে রাখে? যুবকদের আগ্রহী করে তুলতে তাদের যদি শুধু আমোদ প্রমোদ করার ব্যবস্থা করা হয় তবে কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা থাকে?

প্রার্থনা

প্রার্থনা দিয়ে পাঠটি শেষ করুন। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর এমন নেতা জুগিয়ে দেন যারা শিশুদের এবং যুবকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য উৎসাহী। সেই সাথে প্রার্থনা করুন যেন অল্পবয়স্করা সুসমাচার শুনে পরিত্রাণ লাভ করে। প্রার্থনা করুন যেন মন্ডলী শিশুদের মূল্যবান জ্ঞান করে এবং পরিবারগুলিকে তাদের পরিচর্যা কাজ দিয়ে সাহায্য করে। প্রার্থনা করুন যেন শিশুদের এবং যুবকদের জীবন দ্বারা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন এবং সেই সাথে যেন মন্ডলীর প্রতিটি বয়সের মানুষের কাছে আশীর্বাদ পৌঁছায় এবং তারা আরাধনা করতে উৎসুক হয়।

শিশুদের কাছে পরিচর্যা সম্বন্ধিত প্রথম ঘটনার পর্যবেক্ষণ

কল্যাণী-কে একটি মাঝারি আকারের মন্ডলীর ক্ষেত্রে শিশুদের পরিচর্যা করার জন্য শিশু পরিচর্যার ডাইরেক্টর হিসাবে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সেই মন্ডলীতে অনেক যুব পরিবার ছিল। মন্ডলীতে শিশুদের মধ্যে কাজ করার জন্য ইচ্ছা এবং তালন্ত রয়েছে এমন কিছু ব্যক্তিকে সনাক্ত করার পর তিনি একটি দল গড়তে আরম্ভ করলেন। তিনি তাদের সান্ডেস্কুল কিভাবে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করতে হয় তা শিক্ষা দিলেন এবং এরই সাথে সপ্তাহের মাঝে শিশুদের ক্লাব গঠন এবং সুযোগ করে দিলেন গ্রীষ্মকালীন শিবির স্থাপন করার। তার একটি প্রোজেক্ট এই নিয়ে ছিল কিভাবে শিশুদের কাছে পদ্ধতি সৃষ্টি করা যায় যাতে তারা গীর্জায় কেবলমাত্র দর্শক না হয়ে আরাধনা এবং সেবা করতে পারে। তিনি উৎসুক শিশুদের নিয়ে একদল গড়লেন যেখানে যত্ন নেবেন এমন প্রাপ্তবয়স্কদের উপর ভার দিলেন যাতে তারা শিশুদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিক্ষা, আরাধনা করা এবং বাইবেলের কাহিনীগুলি নাট্যকারে এবং পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা শিক্ষা দিতে পারে। একসাথে এই দলগুলি সমাজের পরিবারগুলির কাছে অনুষ্ঠানগুলি তুলে ধরল যেখানে শিশুরা তাদের সমকক্ষদের ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষা দিল। কল্যাণী এবং তার দলের কাছ থেকে তারা যে সাহায্য লাভ করল তা কেবল শিশুদের মন্ডলীতে সক্রিয় করে তুলল না কিন্তু সেইসাথে তারা জানতে পারল ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে কেমন অনন্য বরদান করেছেন এবং তারা তাদের বন্ধু যীশুকে জানতে পারল। মন্ডলী সমাজে ইতিবাচক খ্যাতি অর্জন করল এবং অনেক পরিবার যোগ দিতে শুরু করল।

শিশুদের কাছে পরিচর্যা সম্বন্ধিত দ্বিতীয় ঘটনার পর্যবেক্ষণ

মিনা ও লালু এমন এক স্থানে মিশনারী হিসাবে ছিলেন যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু খ্রীষ্টিয়ান ছিল। এক বছর পরে তারা নতুন কোন বিশ্বাসী সেখানে আনতে অসফল হল তাই তারা তাদের লক্ষ্য অন্যত্র স্থির করল। তারা গীর্জার পেছনে চাকতি ছোড়ার জন্য পীচ তৈরী করল সেইসাথে বিনামূল্যে কম্পিউটার ক্লাস ও ভাষা শেখার ক্লাস করল। এছাড়া স্কুলের পরে প্রতিবেশী শিশুদের পড়াবার ব্যবস্থা করল। কিছু মাস গেলে পর অনেক শিশু সেখানে চাকতি ছোড়ার খেলা খেলতে এল, শিক্ষা করতে এল এবং একে অপরের সাথে আনন্দ করতে লাগল। শিশুরা তাদের এই অনুষ্ঠানগুলিতে আসার আগে মীনা ও লালু সেই অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে কোনরূপ ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি। কিছু সময় পরে শিশুদের বাইবেল অধ্যয়নের ক্লাসে আমন্ত্রণ জানান হল ও এক বছর পরেই বহু মানুষ রবিবারের গীর্জায় আসতে শুরু করল এবং কেউ কেউ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। গীর্জা প্রথম দিকে শিশু ও অল্পবয়স্কদের দিয়ে পূর্ণ ছিল কিন্তু কিছু সময় পরে তাদের পিতামাতারাও সেই গীর্জায় শিশুদের নিয়ে আসতে শুরু করল। শিশুদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান তা এতই বিশাল পরিচর্যা কাজ ছিল যে, তারা যুবকদের নেতা হিসাবে নিয়োগ করলেন এবং তাদের শিক্ষা দিলেন কিভাবে শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হয়। মীনা এবং লালু হতাশ হননি, তাদের সেই মন্ডলীর জন্য আশা ছিল এবং ঈশ্বর তাঁর নিরূপিত উত্তম সময়ে অপ্রচলিত পন্থায় তিনি মন্ডলী গড়ছিলেন!

শিশুদের কাছে পরিচর্যা সম্বন্ধিত তৃতীয় ঘটনার পর্যবেক্ষণ

দানিয়েল একটি বড় মন্ডলীর পালক ছিলেন যেখানে রবিবার সকালে এক জাতীয় পদ্ধতিতে আরাধনা করা হত। প্রাপ্তবয়স্কদের একটি বড় ঘরে একসাথে আরাধনা করার জন্য রাখা হত আর শিশুদের তার বয়স অনুসারে বিভিন্ন ক্লাসে বসান হত এবং ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়া হত। দানিয়েল দেখতে পেল যে, পরিবারগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের কাছ থেকে শিক্ষা করতে পারছে না। যদিও তারা শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান সফলভাবে করতে সমর্থ হল যেমন শিবির, স্কুলের পরে ক্লাব এবং যুবকদল গঠন তথাপি শিশুরা এবং যুবকেরা প্রাপ্তবয়স্কদের আরাধনা স্থলে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দানিয়েল এবং মন্ডলীর প্রাচীনেরা মনে করল যে, এক আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়োজন। তারা শিশুদের জন্য তৈরী সমস্ত পৃথক অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দিয়ে তার প্রচার এমনভাবে শুরু করল যাতে তার মধ্যে শিশুদের জড়িত রাখার জন্য গল্প থাকে এবং তারপর সেগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে আরও বিস্তারিতভাবে বলা শুরু করলেন। শিশুদের ছবি আঁকার স্বাধীনতা এবং প্রচারের সময় প্রয়োজনের এদিকে ওদিকে যাওয়ার স্বাধীনতাও দেওয়া হল। গীর্জাতে কোন শিবির অনুষ্ঠিত না করে দানিয়েল তার শিশু পরিচর্যাকারী দলকে এমন সমস্ত গড়তে বললেন যেগুলি প্রতিটি পরিবার ব্যবহার করতে পারে ছুটির সময়ে বাড়িতেই বাইবেল ভিত্তিক ক্লাব করার জন্য। তারা এরই সাথে পিতামাতাদের প্রশিক্ষণ দিলেন কিভাবে তাদের সমাজে শিশুদের সাহায্যে সুসমাচার প্রচার করতে হয় এবং শিশুদের শিষ্যত্বে নিয়ে আসতে হয়।

শিশুদের কাছে পরিচর্যা সম্বন্ধিত চতুর্থ ঘটনার পর্যবেক্ষণ

একটি বড় শহরের মধ্যে আলোক-কে যুবকদের প্রতি পালকের দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি যখন তাদের সাথে পরিচিত হতে লাগলেন তখন দেখলেন তাদের কাছে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম হল ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং তাদের ভাবী পরিবারের যত্ন নেওয়ার বিষয়টি। তারা ঈশ্বর হতে দূরে সরে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে শুরু করল। পরিবারগুলি ভেঙ্গে যেতে লাগল এবং যুবকদের কাছে খুব অল্পই ইতিবাচক আদর্শ মডেল অনুসরণ করার জন্য ছিল। তাই আলোক একটি নতুন অনুষ্ঠান শুরু করলেন। তিনি যুবকদের প্রশিক্ষণ দিলেন যাতে তারা চাক্‌রীর জন্য প্রস্তুত হতে পারে এবং খ্রীষ্টিয়ান ব্যবসাদারদের উৎসাহিত করলেন যেন তারা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা দেয়। যুবকদের প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হল যাতে তারা ছোটখাট ব্যবসা শুরু করতে পারেঃ রং করা, খাবার ইত্যাদি করা, সাইকেলে করে সামগ্রী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এমনকি গাড়ি সারাইয়ের কারখানায় কাজ করা এবং সেইসাথে কাঠের কাজ করা। শিষ্যত্বকরণের জন্য আলোক অনেক সুযোগ পেলেন কারণ তিনি তাদের দেখাতে পারলেন জীবনের প্রতিটি অবস্থায় কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করা যায় এবং কঠোর পরিশ্রম বলতে কি বোঝায়? মন্ডলী এবার যুবকদের বিশ্বাস করার দর্শন পেল এবং তাদের মধ্যে সম্ভবনা দেখতে পেল। মন্ডলীর মধ্যে কিছু মানুষ অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল যেন অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। সেই সমাজ হতে ব্যবসায়ীরা যুবকদের নিয়োগ করতে লাগল কারণ তারা তাদের মধ্যে দায়িত্ববান এবং বিশ্বাসযোগ্যতার মত গুণগুলি দেখতে পেল। আলোক এবং অন্যান্য নেতারা তাদের অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য বেড়াতে নিয়ে গেল যেন তারা দলে থেকে কাজ করতে শেখে, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে শেখে সেই সাথে নেতৃত্ব দিতে এবং আস্থাবান হতে শেখে। মন্ডলীর বাইরের লোকেরাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রতি এবং যীশুর প্রতি আকর্ষিত হল। এর ফলস্বরূপ অনেক যুবক মন্ডলীর সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করে নেতা হওয়ার জন্য গেল এবং তাদের পরিবারকে ঈশ্বরের সাথে পরিচিত করাল।

শিশুদের কাছে পরিচর্যা সম্বন্ধিত পঞ্চম ঘটনার পর্যবেক্ষণ

একটি ছোট গ্রামীণ গীর্জায় কিছু শিশু ছিল কিন্তু তাদের জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠান ছিল না। যারা আসত তারা গীর্জা চলাকালীন বাইরে খেলাধূলা করত। যদিও বা তারা কখনও আরাধনা চলাকালীন আসত তখন তাদের অসভ্য এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলা হত। এডিথ নামে এক বিধবা যিনি শিশুদের বিষয়ে চিন্তা করতেন তিনি তাদের নিয়ে বাইরে বসে তাদের কাছে বাইবেলের গল্প বলতেন। শিশুরা আগ্রহ সহকারে শুনত এবং তারা এই ঠাকুমাকে ভালবাসতে লাগল। মন্ডলী যখন দেখল কিভাবে একজন বিধবার প্রেম গোলমাল সৃষ্টিকারী শিশুদের সমস্যার সমাধান করতে পারে তখন তারা তাঁকে এ বিষয়ে আরও উৎসাহিত করল। এডিথ বেশ কয়েকজন যুবতীকে বাইবেলের কাহিনী কিভাবে বলতে হয় সেই বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। তারা একসাথে সুসমাচার ব্যাখ্যা করে বললেন যা এতদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল। সেই যুবতীদের নেতৃত্ব প্রদানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে আর শিশুরা তাদের বিশ্বাস স্বীকার করল। মন্ডলী যত বিস্তার পেতে লাগল সেই অনুসারে শিশুদের প্রতি পরিচর্যা কাজও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে শিশুদের জন্য পৃথক বাইবেল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হল এবং তাও মূল উপাসনার পূর্বে। শিশুরা বাইবেলের পদ মুখস্থ যীশুর বিষয় শিক্ষাগ্রহণ এবং তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করল। পিতামাতারা লক্ষ্য করল যে, তাদের শিশুরা বাইবেল সম্বন্ধে উৎসাহী এবং তাই তারাও গৃহে বাইবেল পাঠ করতে শুরু করল এবং এডিথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যে, তিনি শিশুদের প্রতি এই ধরনের প্রেম দেখিয়েছেন।

শিশুদের কাছে পরিচর্যা সম্বন্ধিত ষষ্ঠ ঘটনার পর্যবেক্ষণ

কুনাল ও করবী নামে এই যুব দম্পতি তাদের ছোট ছোট শিশুদের সাথে এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন যেন পরিবারগুলি একে অপরেরর সেবা করে এবং শিক্ষা করে। তাদের মন্ডলীতে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য সান্ডেস্কুলের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তারা অনুভব করল যে, তারা এর বেশী কিছু করতে পারবে না। মন্ডলীর বেশীরভাগ প্রাপ্তবয়স্কেরা খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে বড় হয়নি এবং তাই তারা জানত না পরিবারকে কিভাবে আত্মিক নির্দেশ দিতে হয়। তাই কুনাল মন্ডলীতে পরিবারগুলির জন্য পরিচর্যা কাজ করা শুরু করল তিনি পিতামাতাদের ক্লাস নিয়ে শিক্ষা দিলেন কিভাবে তারা তাদের সন্তানদের শিষ্যত্বে নিয়ে আসবে। তারা পারিবারিক কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন যেখানে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সাথে বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হতে পারে একসাথে বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং সেইসাথে তাদের বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। মন্ডলীর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডের আয়োজন করা হল যেখানে কাঠের কাজ, লজেন্স তৈরী, গান শেখান এবং খেলাধূলা হত; সেইসাথে তারা সেই কাজের সাথে সম্বন্ধিত বিষয়ে বাইবেল শিক্ষা দিতে লাগল। মন্ডলী দেখতে পেল এই পরিচর্যা কাজ কিভাবে পরিবারগুলিকে সাহায্য করছে। এর ফলস্বরূপ তারা পারিবারিক প্রার্থনার দল এবং সারারাত্রি প্রার্থনা সভার আয়োজন করল এমনকি বছরে ছয়টি পরিবারকে স্বল্পমেয়াদী মিশনারী কাজে ভ্রমণের জন্য পাঠাতে লাগল। এই সমস্ত ভ্রমণকালীন পরিচর্যার সময় শিশুরা সুসমাচার নিয়ে নাটক করা, গান করা এইসব শিখল যেখানে বাবা-মা'রা স্থানীয় অঞ্চলে গিয়ে নিজেদের সুসমাচার প্রচার কাজের সাথে যুক্ত করল। কুনাল ও করবী পরিবারগুলিকে পরামর্শ দিল কিভাবে গৃহে আরাধনা করতে হয় এবং তাদের বিভিন্ন সঙ্কটকালীন অবস্থার সময় পাশে দাঁড়াল। এর ফলে শক্তিশালী কিছু পরিবারের সৃষ্টি হল যারা নিজেদেরকে সুসমাচার প্রচার এবং শিষ্যত্বকরণের কাজের সাথে যুক্ত করল। নতুন নতুন পরিবার আসতে শুরু করল এবং অনেক যুবক মন্ডলী দ্বারা আর্থিক সাহায্য লাভ করে পূর্ণ সময়ের মিশনারী কাজে নেমে পড়ল।